ধর্মপল্লীতে Rice Bank আর অস্তিত্ব নেই। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ তিনি উপলব্ধি করলেন সঠিকভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও নেতৃত্বদানকারী দক্ষ নেতা তৈরি করার মাধ্যমে এই মহান উদ্যোগটি সচল রেখে সফলতার মুখ দেখা যাবে। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার সিএসসি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ জোরদার করার লক্ষে ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি'কে সামাজিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে মনোনীত করেন। আর্চবিশপ মহোদয়ের নির্দেশে ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কানাডার কোডি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যান। ফাদার সেখানে নয় মাসব্যাপী সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি কানাডায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে দল গঠনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মণ্ডলীতে সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সমাজের মানুষদের সমবায়ের মাধ্যমে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে অবহিত করে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ঢাকার লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে অবস্থান করেন। সেখানে থাকাবস্থায় তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই, লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর কতিপয় খ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে ২৫ টাকা প্রারম্ভিক মূলধন সম্বলিত প্রতিষ্ঠা করেন 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন'। নব্য প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট ইউনিয়নে মি: বার্ণার্ড ম্যাকার্থীকে সভাপতি করে ৫০ জন সদস্যদের সমাবেশে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন'-১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের তৎকালীন বঙ্গের সমবায় সমিতির অ্যাক্টের আওতায় ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রেজিস্ট্রেশন করেন। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছিল ৪২/১৯৫৮ যা দেশের মধ্যে প্রথম ও সর্ববৃহৎ। ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন। এ সময়ে তিনি গাজীপুর জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে তুমিলিয়া, নাগরী, রাঙ্গামাটিয়া, মঠবাড়ী, মাউছাইদ ও ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে এবং আঠারোগ্রাম অঞ্চলের হাসনাবাদ, গোল্লা, তুইতাল ও শুলপুর ধর্মপল্লীতে সমবায় আন্দোলন বিস্তার করেন। পাশাপাশি ময়মনসিংহ অঞ্চলের ময়মনসিংহ, রাণীখং, মরিয়মনগর, বিড়ইডাকুনী, বালুচড়া, ভালুকাপাড়া, জলছত্র ক্রেডিট আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যেতে থাকেন। একই সময়ে বর্তমান রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পাবনা অঞ্চলে মথুরাপুর, বোর্ণী, বনপাড়া ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমানে দেশে ফাদার চার্লস জে ইয়াংয়ের দেখানো পথ অনুস্মরণ করে কাথলিক মন্ডলীতে কমপক্ষে ৩০০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সম্পদ পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকার বেশি। এই সকল সমবায় সমিতিগুলোতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২০০০ লোকের।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ছোট বড়ো প্রায় ৭০টির মতো সমবায় সমিতি রয়েছে যার সম্পাদ পরিসম্পদের পরিমাণ কমপক্ষে চার হাজার কোটি টাকা। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সব চেয়ে প্রাচীন সমবায় সমিতি হলো ঢাকা ক্রেডিট। এক সময় ঢাকা শহরের দরিদ্র খ্রিষ্টভক্তরা কাবুলিওয়ালাদের নিকট হতে চড়া সুদে ঋণ নিতেন। কাবুলিওয়াদের উৎপীড়নের থাবা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেনার। তিনি ভাবতে থাকেন কীভাবে সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়া যায়। তিনি জানতে পারেন সমবায়ের কথা। তিনি এই সময় ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসিকে কানাডার কোডি ইনষ্টিটিউটে প্রেরণ করে সমবায়ের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেন। তিনি সমবায়ের ওপর পড়াশোনা করে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুলাই প্রতিষ্ঠা করেন দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)। ক্রমে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দীর্ঘ ৬৬ বছর পথ পাড়ি দিয়ে এই সমিতির কলেবর বাড়তে থাকে। বর্তমানে এই সমিতির রয়েছে ৪৩ হাজার সদস্য, ৮৬টি প্রকল্প ও প্রোডাক্ট। এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে প্রায় ৬০০ জনের। ঢাকা ক্রেডিটের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নির্মিয়মান ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে স্বল্প খরচে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। দীর্ঘ পথ চলায় ঢাকা ক্রেডিট ও এর নেতৃবৃন্দ পেয়েছেন স্বীকৃতি। যার ফলে ১৯৯০, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিট শ্রেষ্ঠ ক্রেডিট ইউনিয়ন হিসেবে জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করে; এবং শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে সমিতির চারজন প্রেসিডেন্ট পর্যায়ক্রমে প্রয়াত হিউবার্ট গমেজ, প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়া ও প্রয়াত অরুণ বার্নার্ড ডি'কস্তা ও বাবু মার্কুজ গমেজ জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা শহরে অভিবাসীদের চাপে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক খ্রিষ্টান পরিবারই আবাসন সমস্যায় পতিত হয়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে খ্রিষ্টান সমাজের সাতাশ জন স্বপ্নদ্রষ্টা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল 'দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'আমরা গৃহ সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ' মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ৬ জুন ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হাউজিং সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। ঢাকার পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও সোসাইটি গঠনের শুরুতেই স্বপ্নদ্রষ্টাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সোসাইটির নব নির্মিত স্থায়ী প্রধান কার্যালয়ের নামকরণ 'আর্চবিশপ মাইকেল ভবন' করা হয়েছে। বর্তমানে সোসাইটিতে একাধারে নয় বছর

চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মি. আগষ্টিন পিউরীফিকেশন। তার সুদক্ষ নেতৃত্বে ৯ বছরে সোসাইটির সম্পদ-পরিসম্পদ ২২২ কোটি টাকা থেকে ২০০০ কোটি টাকারও ওপরে বৃদ্ধি করতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমগ্র বাংলাদেশে খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়গুলোর মোট ৫০০০ কোটি মূলধনের মধ্যে হাউজিং সোসাইটিরই রয়েছে ২০০০ কোটি সম্পদ-পরিসম্পদ। সোসাইটিতে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য আয়বর্ধকমূলক প্রকল্পগুলোর মধ্যে রিসোর্ট কাম-ট্রেইনিং সেন্টার-গাজীপুর, হাইওয়ে রেস্টুরেন্ট-কাম-থিম পার্ক-দড়িপাড়া, এলপিজি ফিলিং স্টেশন-তুমিলিয়া, রিসোর্ট-কাম-শিশু পার্ক-বিন্দান। সামাজিক কল্যাণে গ্রহণকৃত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে শান্তির নীড় বৃদ্ধাশ্রম-মঠবাড়ী, দুঃস্থ বিধবা নারীদের সহজীকরণ ঋণ, মা ও শিশু হাসপাতাল। সোসাইটিতে বর্তমানে ২০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এবং অচিরেই আরও ২০০ জনের নতুন কর্মসংস্থান যুক্ত করা হবে। বর্তমানে সোসাইটিতে সদস্য-সদস্যাদের সেবা প্রদানসহ মোট ২০১টি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৪০০০ অধিক প্লট ও প্রায় ১২০০টি ফ্ল্যাট-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন তিনি তার দক্ষ নেতৃত্বের সুবাদে ও তার পরিষদের সহযোগে অর্জিত সাফল্যের অবদানস্বরূপ ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায়ী স্বর্ণপদক পুরস্কার, নেপাল-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডশীপ পুরস্কার, রবীন্দ্র-নজরুল সম্মাননা, গান্ধী পীচ্ সম্মাননা, স্টার অব দ্যা ইয়ার, সমাজরত্ন পুরস্কার অর্জন করেন ও '৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০'-এ সোসাইটি গৌরবোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ জাতীয় স্বর্ণপদক পুরস্কার-২০১৯ অর্জন করেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ : রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে ছোট বড়ো কমপক্ষে ২০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরীর বাগদী গ্রাম থেকে ভাগ্য অন্বেষণে প্রথম পল গমেজ যাকে পলু শিকারী বলে ডাকা হতো তিনি পাবনা যান। সেখানে তিনি জমিদারকে শুকরের লেজ জমা দিয়ে জমি পেতেন। এভাবে তাঁর মধ্য দিয়ে পাবনা ও নাটোরে ক্রমে গাজীপুরের ভাওয়াল থেকে খ্রিষ্টভক্তরা অভিবাসন হওয়া শুরু হয়। বর্তমানে রাজশাহী ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশের মথুরাপুর, বনপাড়া, বোর্নী, ভবানীপুর, ফৈলজনা ও গোপালপুর ধর্মপল্লীতে প্রায় ১৫ হাজার খ্রিষ্টভক্ত আছেন। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই ধর্মপ্রদেশে আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। ষাড়ের দশকে গাজীপুরের নাগরীর নাইট ভিনসেন্ট রাজশাহীর বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে সমবায় আন্দোলন বিষয়ে শিক্ষা দেন। নাইট ভিনসেন্টের নিকট হতে সমবায়ের গুরত্ব বুঝে বনপাড়া ধর্মপল্লীতে ফাদার লুইস পিনোস পিমে ওই সময় বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময় এই ধর্মপ্রদেশে চিত্ত রঞ্জন হাওলাদার ১৯৭১-১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কারিতাসের কেন্দ্রিয় কর্মকর্তা হিসেবে সেবা দিয়ে রাজশাহীর মধুরাপুর, বোর্ণী এবং আন্ধারকোটায় ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্প্রসারণ করার জন্য অবদান রাখেন। বর্তমানে এই ধর্মপ্রদেশে অন্তত ২৫টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এই সমিতিগুলোতে জমি ক্রয়, জমি বন্ধক গ্রহণ/বন্ধক ছাড়ানো, বাড়ি নির্মাণ, কৃষি চাষ, মৎস চাষ, ব্যবসা, চিকিৎসা, বিয়ে ইত্যাদির জন্য ঋণ নিয়ে থাকেন সদস্যরা।

চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ : চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে প্রয়াত ফাদার মোশী সিএসসি'র উদ্যোগে ও মি. সিলভেষ্টার গোনসালভেছ-এর সহায়তায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী সোনাপুর ক্যাথলিক ধর্মপল্লীতে 'নোয়াখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' নামে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়। তথ্যমতে জানা যায়, এই ক্রেডিট ইউনিয়নটি তৎকালীন সমবায় বিভাগ থেকে রেজিস্ট্রেশন নং-৪৯ নিবন্ধন নম্বর লাভ করেন। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের সমবায় বিভাগ থেকে এই ক্রেডিট ইউনিয়ন জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করে। তদানীন্তন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে বিশপ রেমণ্ড লারোস সিএসসি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্রেডিট ইউনিয়নের উপর প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্যে ফাদার হেনরী পল ওবে সিএসসি এবং ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড সিএসসি'কে কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে ফাদারদ্বয় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। ফিরে সাধারণ খ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে 'দি খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ থ্রিফ্ট এণ্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড গঠন করেন। এই ক্রেডিট ইউনিয়নটি সমবায় বিভাগ থেকে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ০৬/১৯৫৭, তারিখ : ২০-০৩-১৯৫৭ রেজিস্ট্রেশন নম্বার লাভ করে।

খুলনা ধর্মপ্রদেশ : খুলনা ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশে কমপক্ষে ১০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এই ধর্মপ্রদেশে কারিতাসের কর্মকর্তা দীনবন্ধু বাড়ৈ-এর উদ্যোগে শুরু হয়েছিল সমবায় আন্দোলন। তাঁকে সহায়তা করেন জেরম রড্রিক্স। তাঁদেরকে সমবায় সমিতির কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তৎকালীন স্থানীয় বিশপ মাইকেল অতুল এ ডি'রোজারিও সিএসসি। দীনবন্ধু বাড়ৈ খুলনার শিমুলিয়া, খুলনা ও শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে কারিতাসের সহযোগিতায় অন্যান্য ধর্মপল্লীগুলোতেও সমবায় সমিতিগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয় যা উপকূলীয় এই অঞ্চলে সাধারণ খ্রিষ্টভক্তদের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে সহযোগিতা করে চলেছে। এই এলাকায় সদস্যরা শিক্ষা, ব্যবসা, জমি ক্রয়, মৎস চাষ, চিকিৎসাসহ নানা প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে থাকে। বড়দল ও শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে ঋণ নিয়ে কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন সদস্যরা। খুলনায় রয়েছে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, খুলনা। এই সমিতিটি আন্তঃমান্ডলীক। বিভিন্ন মন্ডলী হতে এখানে সদস্য রয়েছেন ২৬০০ জনের মতো। এই সমিতির সদস্যরা ব্যবসা, চিকিৎসা, উচ্চ শিক্ষা, গৃহ নির্মাণ

ও মেরামতসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে থাকেন। খুলনা ধর্মপ্রদেশে ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে সমবায় সমিতিগুলো। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পুরস্কার লাভ করেছে কয়েকবার বেশ কয়েকটি সমিতি। এখানকার সমিতির সদস্যরা ক্রমে সমবায় সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন ও ঋণ নিয়ে জীবন মান উন্নয়ন করছেন।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ : দিনাজপুর ক্যাথলিক ডাইয়োসিস বিগত ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ধর্মপাল বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজের সময়ে খ্রিষ্টভক্ত জনগণের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম ধর্মপল্লীগুলোতে শুরু করা হয়। পরবর্তীকালীন সময়ে বিশপ মজেস কস্তা সিএসসি ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ব্যাপকভাবে পালকীয় কর্মসূচি নিয়ে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম জোরদার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্তমান সময় পর্যন্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। কার্যক্রমের একজন অভিজ্ঞ পরিচালক ইতালিয়ান পিমে মিশনারি ফাদার জুলিও বেরুত্তী ধর্মপ্রদেশীয় সুপারভাইজারদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি করোনায় চলতি বছর ১১ আগস্ট মারা যান। দিনাজপুর ক্যাথলিক ডাইয়োসিসের বর্তমান বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু জনগণের উন্নয়নকল্পে প্রধান অনুপ্রেরণাদানকারী শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমে ডাইয়োসিস ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো নিজস্ব মূলধনের মুনাফা দিয়ে স্বনির্ভরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এই ধর্মপ্রদেশে ২২টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশপ মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ডাইয়োসিসান কমিটি রয়েছে। এই কমিটি ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান চিন্তাবিদ ও নীতি নির্ধারক। দিনাজপুর ক্যাথলিক ডাইয়োসিস ক্রেডিট ইউনিয়ন কমিটির সিদ্ধান্ত ও পরিচালক ফাদার জুলিও বেরুত্তী পিমের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ও বর্তমান ধর্মপ্রদেশ কমিটির নির্দেশনায় ৫ (পাঁচ) জন সুপারভাইজার ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো নিয়মিতভাবে তদারক করছে। ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে সমিতির সদস্যদের চেতনা ও যুগোপযোগী শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নে ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ভূমিকা পালন করছে। দিনাজপুর ক্যাথলিক ডাইয়োসিস থেকে সকল ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে নিয়মিত সদস্য/সদস্যাদের জন্য প্রত্যেক বছর চিকিৎসা বীমা করার সুযোগ রয়েছে যা এখনো চলমান রয়েছে। সমিতির সদস্যরা জমি ক্রয়, শিক্ষা বাবদ, চাষাবাদ, ঘর নির্মাণ, ব্যবসা, মাইক্রো গাড়ী ক্রয় উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশ : এই ধর্মপ্রদেশে রয়েছে কমপক্ষে নয়টি সমবায় সমিতি। কারিতাসের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই ধর্মপ্রদেশের বেশ কয়েকটি সমবায় সমিতি। সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে রয়েছে পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, পাদ্রীশিবপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, সেন্ট পিটার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, বরিশাল, নারিকেল বাড়ি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, গৌরনদী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ প্রভৃতি। এই সমিতির সদস্যরা পুকুর খনন, মৎসচাষ, ঘর নির্মাণ, ঘর মেরামত, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, বিয়ে, কৃষি, বিদেশ গমনসহ বিভিন্ন উদ্দেশে ঋণ নিয়ে থাকেন। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ দিতে নিরুৎসাহিত করা হয় এই সমবায় সমিতিগুলোতে। অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলোর মতো এই অঞ্চলের বেশির ভাগ সমবায়ী সদস্যই নারী। ধর্ম নেতা ও সমাজ নেতাগণ সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রম আরও জোরালো করার লক্ষে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছেন।

সিলেট ধর্মপ্রদেশ : কয়েক বছর পূর্বেও সিলেট ধর্মপ্রদেশ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশ ঢাকার আওতাধীন থাকাবস্থায়ই ক্রেডিট ইউনিয়নের সূচনা হয়েছিল। লক্ষীপুর কাথলিক ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই'র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং কাল্‌ব এর সহায়তায় সিলেটে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্প্রসারিত হয়। ঐ সময়ে লক্ষীপুর ধর্মপল্লীতে রিজেন্সিতে থাকাকালীন ব্রাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ (বর্তমানে ফাদার), লক্ষীপুর ধর্মপল্লীর স্কুলের শিক্ষক মি. প্রবীন আরেং, কলেজ পড়ুয়া ছাত্র প্রনুয়েল আরেং, মুরইছড়া পুঞ্জির অনিল, লুটিঝুড়ি পুঞ্জির যতিশ মন্ত্রী ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সত্যিকার অর্থে সিলেট ধর্মপ্রদেশের খ্রিষ্টভক্তগণ প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বসবাস করেন। আর এ কারণেই তারা পান চাষ, চা বাগান ও ফল চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে এ সকল কাজকর্মে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবস্যা বাণিজ্য করে থাকে।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিঃ বাংলাদেশে খ্রীষ্টান সমবায় সমিতিগুলোর অভিভাবক হয়ে উঠেছে দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিঃ। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে রোপিত বৃক্ষটি এখন ফুলে-ফলে ধীরে ধীরে শোভিত হয়ে উঠছে। অভিভাবক প্রতিষ্ঠান কাক্‌কোর বর্তমানে ৪২টি পূর্ণ ও ১টি সহযোগী সদস্য সমিতি রয়েছে। কর্ম এলাকা ঢাকা বিভাগ কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহীতে কাক্‌কো'র কর্ম এলাকা বিস্তৃত করার লক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের হিসেব অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-পরিসম্পদ দাড়িয়েছে ১৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায়। কাক্‌কো'র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পথ মোটেও সহজ ছিল না। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান চেয়ারম্যান মিঃ নির্মল রোজারিও'র চিন্তা-ভাবনা ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাক্‌কো লিঃ। 'কাক্‌কো ক্রেডিট মনিটরিং সিস্টেম' (সিসিএমএস) কার্যক্রম, আন্তঃঋণ কার্যক্রম, স্থায়ী আমানত প্রকল্প, অভ্যন্তরীন অডিট সার্ভিস, হিসাব সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ নানাবিধ

কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে কাক্কো এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মীদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে মোট ১১টি বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করছে। একইসাথে ৩০ দিন ব্যাপী সমবায় সমিতির ডিপ্লোমা কোর্স চালুর কার্যক্রমটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে নিরলসভাবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন ৪ জন সুদক্ষ নিয়মিত কর্মী। খ্রিষ্টান সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন, কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর ও অর্থবহ সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল খ্রিষ্টান সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কাক্কো লিঃ।

কাল্‌ব: সারা দেশের ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর কেন্দ্রীয় সমিতি হলো দ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেড (কাল্‌ব)। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিটের শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে সমবায় আন্দোলন বিস্তৃত করার লক্ষে কাল্‌ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল কাল্‌ব সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করেন এবং এশিয়ার Confederation আকু'র পূর্ণাঙ্গ সদস্য হন। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত কালবের অধীনে পূর্ণ, সহযোগী ও সেবাধীন সমিতি রয়েছে ১১৫৯টি এবং এগুলোর সদস্য হচ্ছে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৬২ জন। ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে অডিট সেবা, প্রশিক্ষণ, ঋণ, সঞ্চয়ী সেবাসহ বিভিন্ন সেবা দিয়ে দেশব্যাপী কাজ করছে কাল্‌ব।

ব্যক্তি উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি: ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন সমাজের বেশ কিছু কর্মউদ্যোগী মানুষ। তাদের মধ্যে রয়েছেন বাবু মার্কুজ গমেজ, পংকজ গিলবার্ট কস্তা, আগষ্টিন পিউরীফিকেশনসহ আরও বেশ কিছু ব্যক্তি। স্থান স্বল্পতার কারণে শুধু কয়েকজনের বিষয়ে এখানে তুলে ধরা হলো: ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা যিনি স্যাম্প-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিজের ব্যবসাকে সফলতায় রূপ দান করেছেন। তিনি এখন একজন সুনামধন্য ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে শতাধিক কর্মীর। তিনি সারা বাংলাদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠানের পণ্য দিয়ে সেবা করছেন দেশের কৃষকদের এবং ভূমিকা রাখছেন কৃষি উন্নয়নে। দেশের খাদ্য উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখে চলছেন। হাউজিং সোসাইটির বর্তমান চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন খ্রিষ্টান সমাজের একজন ব্যক্তি পর্যায়ে আবাসন ও ডেভলপার হিসেবে সফলতা ও সুনামের সঙ্গেই ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তিনি নিষ্টকন্টক আবাসনের নিশ্চয়তা নিয়ে 'স্বস্তি নিবাস লিঃ' নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। স্বস্তি নিবাসের মাধ্যমে তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও মানুষের স্থায়ী ঠিকানাসহ একটি নিরাপদ আবাসস্থল গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তার ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের ১৫০ জন লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে আরও বহু পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। আরেকজন কর্ম উদ্যোগী হচ্ছেন ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ। তার লজিষ্টিক প্রভাইডার ব্যবসায় (পরিবহন ব্যবসা) কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে ২১৫ জনের। দেশের পরিবহণ খাতে তাঁর প্রতিষ্ঠানই প্রথম আইএসও সনদ লাভ করেছে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বাবু মার্কুজ গমেজের প্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে ২৯ বছর ধরে মর্ডান ও ডিজিটাল সুবিধাসহ পরিবহন সেবা দিয়ে সুনাম অর্জন করেছে।

হাউজিং সোসাইটির বর্তমান চেয়ারম্যান আগষ্টিন পিউরীফিকেশন খ্রিষ্টান সমাজের একজন ব্যক্তি পর্যায়ে আবাসন ও ডেভলপার হিসেবে সফলতা ও সুনামের সঙ্গেই ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তিনি নিষ্টকন্টক আবাসনের নিশ্চয়তা নিয়ে 'স্বস্তি নিবাস' নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। 'স্বস্তি নিবাস' প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগে অনেক পরিবারই উপকৃত হচ্ছেন।

শেষ কথা: বর্তমান আধুনিক যুগে এসেও খ্রিষ্টান সমাজের খ্রিষ্টভক্তদের নিকট ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতি এতটুকুনও প্রয়োজন কমেনি বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের মানুষ এখন তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়াসে ও উন্নত জীবন যাপনের প্রত্যাশায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। তবুও তারা তাদের শিকড়ের টানে, পরিবারের প্রয়োজনে ক্রেডিট ইউনিয়নের সহায়তা নিয়ে আরও সমৃদ্ধময় জীবন গড়তে বদ্ধপরিকর। কেননা, যারা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে উন্নত জীবন-যাপন করার পরও ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট ইউনিয়নকে ভুলতে পারে না তারাই প্রকৃত সমবায়ী এবং একজন গৌরবান্বিত স্বাবলম্বী সদস্য। পাশাপাশি দেশে যারা রয়ে গেছেন এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতি যাদের রয়েছে দরদ, ভালোবাসা ও ঋণখেলাপিহীন নিয়মিত সদস্য তারাও স্বাবলম্বিতা অর্জনে ভূমিকা রাখতে কোন অংশে কম নয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্রেডিট ইউনিয়ন, ফাদার বার্ণাড টুডু, রজত জয়ন্তী স্মরণিকা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ
২। পাউলুস হাসদা
৩। সনি হিউবার্ট রত্ন
৪। ফাদার লাজারুস কে. গমেজ
৫। অমল গমেজ
৬। সুমন কোড়াইয়া
৭। সাগর এস কোড়াইয়া
৮। Wikipedia.org/wiki/John-Baptist_Hoffmann

(লেখক: পংকজ গিলবার্ট কস্তা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকার প্রেসিডেন্ট এবং একজন বিশিষ্ট সমবায়ী।)

(লেখক: আগষ্টিন পিউরিফিকেশন, প্রেসিডেন্ট - দি মেট্রোপলিটন খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ।)

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার গঠন ক্ষণে স্থানীয় খ্রিস্ট সমাজের অংশগ্রহণ ও অনন্য অবদান

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

বাংলাদেশের এক অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনার বিরল অংশীদার ভবরপাড়া কাথলিক মিশন, সেখানকার দায়িত্বে থাকা দু'জন বাঙ্গালী যাজক, কয়েকজন কনভেন্ট সিস্টার, কাটেখিস্ট-মাষ্টার, হোস্টেল ছাত্রীবৃন্দ এবং গোপনীয়ভাবে বেছে নেয়া বিশেষ কয়েকজন ভক্ত জনসাধারণ। ভবরপাড়ায় সংরক্ষিত ঐতিহাসিক কিছু স্মারক মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে ঠাঁই পেয়েছে ৩০ এপ্রিল, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। বাকীগুলোর সঠিক সন্ধান নেই। জাতীয় দৈনিক, পত্র-পত্রিকা আর গণ মাধ্যমে এ ঘটনার প্রতিবেদন তেমন বিস্তারিত বা গুরুত্বের সঙ্গে ঠাঁই পায়নি বিধায় অনেকবারই চেষ্টা করেছি কিছু তথ্যাদি সেই ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ভাগ্যবান ও জীবিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে। আমার প্রাপ্ত তথ্যের উৎস ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (সেমিনারীর রেক্টর, পরে ময়মনসিংহের বিশপ), ফাদার সুজিত সরকার, ফাদার রানা মণ্ডল, ফাদার বাবুল বৈরাগী, ফাদার মার্টিন বিশ্বাস, সিস্টার ক্যাথরিন গণসালভেস, সিস্টার তেরেজিনা গমেজ, সি: আন্তনিয়েত্তা, সি: পাওলা, সি: জাসিন্তা ক্রুশ, কাটেখিস্ট স্টিফেন বিশ্বাসসহ আরও অনেক ফাদার, সিস্টার ও ভক্তজনগণ।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ কালে বিশপ ফ্রান্সিস এ. গমেজ, সিস্টার ক্যাথরিন গনছালভেস, এসসি ও ফাদার ফিলিপ সুজিত সরকার। *সৌজন্যে: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

বৈদ্যনাথতলা আম্রকানন থেকে মুজিব নগর: বর্তমান মুজিবনগরের আগের নাম ছিল ভবরপাড়া বৈদ্যনাথতলা। কেননা এখানকার জমিদারের নাম ছিল বৈদ্যনাথ। তার নামেই পরিচিতি পেয়েছিল বৈদ্যনাথ তলা। এখানে আছে বড় একটি আম বাগান সবাই বলতো ঘের বাগান। ভবরপাড়া গ্রামে আছে একটি কাথলিক মিশন। মুক্তি যুদ্ধকালে সীমান্ত এলাকা থেকে বিদেশী মিশনারীদের সরিয়ে নিলে পর ঢাকা থেকে দেশীয় যাজকগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই ঐ মিশনের পালক পুরোহিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ফাদার ফ্রান্সিস এ. গমেজ, সহকারী পুরোহিত ছিলেন ফাদার পিটার সাহা। ভবরপাড়া বৈদ্যনাথতলা থেকে উত্তর দিকে মেহেরপুর শহর ছিল ১০ মাইল দূর, জেলা কুষ্টিয়া। রাস্তা এখনকার মত ছিল না, ছিল কাঁচা এবং ভাঙ্গা-চুড়া (স্টিফেন বিশ্বাস, ক্যাটেখিস্ট)।

মুজিব নগর সরকার গঠন সভার কিছু কথা: ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে সন্ধ্যার সময় ২ জন ব্যক্তি গাড়ী নিয়ে মিশনে প্রবেশ করেন। সাথে কয়েকজন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা। তারা ভারত থেকে আসেন এবং ফাদার ফ্রান্সিসের সাথে তার অফিসে বসে কিছু সময় আলোচনা করেন। পরে উনারা ফাদারকে সাথে নিয়ে কোথায় মিটিং হতে পারে সে স্থান দেখতে যান। স্থান ঠিক করেন। আমবাগানের ভিতরে আকাশ বা অন্য কোথাও থেকে যেন শত্রু কেউ দেখে না ফেলে। তারা চলে যান। ফাদার ফ্রান্সিস টেলিফোনে খুলনার বিশপ মাইকেল ডি' রোজারিও সিএসসি এবং ঢাকার আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলীর সাথে প্রতিদিনের মত সেদিনকার এ খবর জানালেন এবং তাদের পরামর্শ চাইলেন। তারপর। বাকীটা আজকের বাংলাদেশ ইতিহাসের গৌরব গাঁথা।

পরদিন ১৬ এপ্রিল সকাল ৭টার সময় ফাদার ফ্রান্সিস গ্রাম্য কমিটিকে ডাকেন এবং বিষয়টি প্রকাশ করেন। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন, ফাদার পিটার সাহা, সিস্টার ক্যাথরিনা, সুশিল মল্লিক, লুইস নওদা, ভুপতি মণ্ডল, সন্তোষ খাঁ, নিকু মণ্ডল, যোহন মণ্ডল, স্টিফেন বিশ্বাস, আলেকজান্ডার মণ্ডল, যোহন সরকার, (ভট্টাচার্জী), কার্লো মল্লিক, শিমন মল্লিক, খোকন মল্লিক, সন্তোষ দফাদার, পিন্টু বিশ্বাস, বেঞ্জামিন মল্লিক আরও অনেকে। ভবরপাড়ার লোকজন বেশি কিছু জানতে বা বুঝতে পারেনি। কারণ বিষয়টি ছিল খুবই গোপনীয়, কিন্তু যখন দেখেছে আম বাগানটি পরিস্কার করা হচ্ছে, অনেক মানুষ সে কাজে সহযোগিতা করতে আসে, বুঝতেও পারে যে কিছু একটা হবে। একটু একটু করে চাউর হতে থাকে যে "মুজিব আসবেন, ভাষন দিবেন আর সরকার বানাবেন"। তখনকার সময় ভবরপাড়া গ্রামের মানুষ খুব গরীব ছিল বিধায় ১৭ এপ্রিলের দিন যা কিছু প্রয়োজন হয়েছে, তা মিশন থেকেই নেওয়া হয়েছে, যেমন- চৌকি, চেয়ার, টেবিল, টেবিল ক্লথ, বেঞ্চ, কারপেট, ফুল, ফুলদানি, ফুলের টব, পতাকা টাঙ্গানোর পাইপ ইত্যাদি।

স্টেজ করা হয়েছিল ৬টা খাট বা চৌকি দিয়ে। স্টেজটি উপরে এবং পিছনে পলিথিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল আড়ালে থাকতে। গেইট করা হয়েছিল দেবদারু গাছের পাতা দিয়ে । সিস্টার ক্যাথরিনা গনসালভেস নিজ হাতে ২টা ব্যানার তৈরী করেন ১টি স্বাগতম বাংলাদেশ আর ১টি ওয়েলকাম ব্যানার। ২টিই গেটে লাগানো হয়। পতাকা উত্তোলনের জন্য সাধারণ একটি পাইপ বসানো হয়। তার আগের কয়েকদিন মিশনে সেই পতাকা উত্তোলন করে, "আমার সোনার বাংলা" গানটি হোস্টলের মেয়েদের নিয়ে প্র্যাকটিস করানো হয়। ভারত থেকে আগত দুজন শিল্পী গানটি আমাদের তুলে দিয়েছিলেন।

১৭ এপ্রিলের দিন সকালে দেখি ভবরপাড়া গ্রামটি চারিদিকে আর্মি দিয়ে ঢাকা, গাড়ীতে করে আনা হয়েছে ফোল্ডিং চেয়ার,

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম। সকালে সিস্টার ক্যাথরিনসহ স্কুলের ছেলেমেয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ডুগি তবলা হারমনিয়াম নিয়ে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে প্রচুর গাড়িতে করে শিখ আর্মি, বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক এসে হাজির হন। আসে মন্ত্রিদের বহনকারী গাড়ী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিচালনা করেন সিস্টার ক্যাথরিন। পিন্টু বিশ্বাস হারমনিয়াম বাজান। রাষ্ট্রপতিকে কয়েক জন যুবক ছেলে গার্ড অব অনার দেন। (লহর, সিরাজ, কেছমত, মফে, অস্থিও ও মহিম,

লিয়াকতসহ মোট ১২ জন)। ওদের সম্মানে এখন একটি ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরান শরীফ থেকে পাঠ করেন মেহেরপুর হতে আগত একজন মাষ্টার। পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন স্টিফেন বিশ্বাস কারণ ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ মিশন থেকে তার ক্যামেরা আনতে গিয়ে অনুষ্ঠানের শুরুর দিকটা মিস্ করেন। স্টিফেন বিশ্বাসের সাথে বাইবেল ছিল না বিধায় বুদ্ধি করে "প্রভুর প্রার্থনা" আবৃতি করেন। হয়তো ফাদার ফ্রান্সিসের এই মিস্ করার কারণেই তিনি সেদিন অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক ছবি তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বাংলাদেশ সরকার: মন্ত্রি পরিষদের শপথ অনুষ্ঠানটি সাদামাটাভাবে শুরু হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক) এবং তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। অন্য তিন জন মন্ত্রী ছিলেন অর্থ মন্ত্রী এম মনসুর, স্বরাষ্ট্র , ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য। যখন ঢাকায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় তার কয়েকদিন পরই মেহেরপুর থেকে মুজিবনগরের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সৈয়দ নজরুলের ভাষণের মূল কথা ছিল- দু'শ বছর আগে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়েছিল এবার মুজিবনগর আম্রকাননে সেই সূর্যকে প্রজ্জলিত করা হল। আজ থেকে এ জায়গার নাম হবে মুজিবনগর। প্রতিষ্ঠিত হল মুজিব সরকার। স্বল্প সময়ে সভা শেষ করে সবাই ভারতে বর্তমান স্বাধীনতা সড়ক দিয়ে চলে যায়। ভারত থেকে আনা চার পয়সা দামের কিছু মিষ্টিও বিতরন করা হয়। আমরা মিশনের সমস্ত জিনিস পত্রগুলি নিয়ে ফাদার ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে দিই (সি. ক্যাথরিন গনসালবেস)।

ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে দানকৃত জিনিষপত্র: নিজের তোলা ঐতিহাসিক প্রথম মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণ, বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার চল্লিশটি ছবি, সি. ক্যাথরিনের তৈরী করা ঐ সময়ের ব্যবহৃত বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত ১টি পতাকা, শপথ গ্রহণের পর প্রথম অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এর স্বাক্ষরিত ছোট ডায়েরী, আম্রকাননে সভায় ব্যবহৃত ভবরপাড়া মিশনের ৮টি চেয়ার, ১টি টেবিল (বাকী দুটি চেয়ারের মধ্যে একটি ভবরপাড়ায় আর অন্যটি ঢাকাস্থ সিবিসিবি সেন্টার রক্ষিত আছে)। মহান স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর সযতনে আগলে রাখা ঐতিহাসিক স্মারক হস্তান্তর কালে আবেগতাড়িত হয়ে স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছিলেন: "মুক্তিযুদ্ধের সময় নানা ঝুঁকি নিয়েও এপাড় ওপাড়ের মুক্তিযোদ্ধা আর শরণার্থী মানুষের সেবা করতে পেরে আজ নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। আসলে ঐ সময় কোন আলাদা জাতি বা ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে আমরা সবাই এক, আমরা সবাই মানুষ এই ভাবনাতেই বিভোর ছিলাম। আমার সাথে সিস্টারগণও অসুস্থ, বিপন্ন মানুষ আর মুক্তিযোদ্ধাদের সর্ববিধ যত্ন নিয়েছেন। ভবরপাড়া মিশনে পালিয়ে আসা ও স্কুল ঘরে আশ্রয় নেওয়া চল্লিশ জন ইপিআর সদস্যের প্রয়োজন সিস্টার আর

আমাকেই মিটাতে হতো। সিস্টার ক্যাথরিন বলেছিলেন: "আমি জানতাম না সেদিন এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। এখনও আমার চোখে ভাসে সেলাই মেয়েদের লাল কাপড়ে ডিসপেনসারীর সাদা তুলা দিয়ে আমি যেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে লিখছি 'স্বাগতম বাংলাদেশ' আর 'ওয়েলকাম'।"

(বি: দ্র: প্রাপ্ত তথ্যাদিতে কিছু অসংগতি থাকতে পারে, সব তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রতিজন তথ্যদাতাই আমার পরিচিত, বিশ্বস্ত এবং নির্ভরশীল।)

কৃতজ্ঞতায়

১। ফাদার যোসেফ রানা মণ্ডল
২। স্টিফেন বিশ্বাস (কাটেখিস্ট)
৩। লুকাশ মল্লিক (মুক্তিযোদ্ধা)
৪। মাইকেল তপু বিশ্বাস (অবসরে কারিতাস ডিরেক্টর খুলনা)
৫। সিস্টার জ্যাকলিন, এসসি

খ্রিস্টান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা (সরকারী গেজেট অনুসারে)

ঢাকা বিভাগ ঢাকা জেলা - নবাবগঞ্জ থানা

মাষ্টার ক্রম:	মুক্তিযোদ্ধার নম্বর	নাম	পিতার নাম	জীবিত কি.না?	গ্রাম/মহল্লা	ডাকঘর	উপজেলা
১	০১২৬০০০০০৩৮	মার্টিন গমেজ	আন্তনী গমেজ	জীবিত	বক্সনগর	ছোট বক্সনগর	নবাবগঞ্জ
২	০১২৬০০০০০৫৩	রিচার্ড মুকুল গমেজ	চার্লী গমেজ	জীবিত	বক্সনগর	ছোট বক্সনগর	নবাবগঞ্জ
৩	০১২৬০০০০৩৮৬	মিঃ জোনাস গমেজ	এড্রো গমেজ	জীবিত	সোনাবাজু	জয়কৃষ্ণপুর	নবাবগঞ্জ
৪	০১২৬০০০০৭০০	ফিলিপ বাদল কোড়াইয়া	পিটার মানিক কোড়াইয়া	জীবিত	পুরাতন তুইতাইল	বাংলাবাজার	নবাবগঞ্জ
৫	০১২৬০০০১১৭২	জেরম গমেজ	মন্তি গমেজ	জীবিত	বড় গোল্লা	গোবিন্দপুর	নবাবগঞ্জ
৬	০১২৬০০০১৪২১	এডওয়ার্ড রোজারিও	সাইমন রোজারিও	জীবিত	বড় গোল্লা	গোবিন্দপুর	নবাবগঞ্জ
৭	০১২৬০০০১৪২৪	যোসেফ বিজয় কোড়াইয়া	জন কোড়াইয়া	জীবিত	বড়গোল্লা	গোবিন্দপুর	নবাবগঞ্জ
৮	০১২৬০০০২১০৮	চার্লস গমেজ	মার্টিন গমেজ	জীবিত	বড় বক্সনগর	ছোট বক্সনগর	নবাবগঞ্জ
৯	০১২৬০০০৩৫৫১	যোসেফ গমেজ	জেভিয়ার গমেজ	মৃত	হাসনাবাদ	হাসনাবাদ	নবাবগঞ্জ
১০	০১২৬০০০৪১৪৩	সুবল গমেজ	সুখাই গমেজ	জীবিত	হাসনাবাদ	হাসনাবাদ	নবাবগঞ্জ
১১	০১২৬০০০৫২২০	গিলবার্ট গমেজ	প্রয়াত পল গমেজ	মৃত	বড় বক্সনগর	ছোটবক্সনগর	নবাবগঞ্জ
১২	০১২৬০০০৫৪৭০	মৃত মাইকেল গমেজ	মৃত মার্টিন গমেজ	মৃত	বড়বক্সনগর	ছোটবক্সনগর	নবাবগঞ্জ

ঢাকা বিভাগ - ঢাকা জেলা দোহার থানা

১৩	০১২৬০০০০১২৫	মিঃ রবার্ট গমেজ	মৃত আরছি গমেজ	মৃত	ইকরাশী	পালামগঞ্জ -১৩৩১	দোহার
১৪	০১২৬০০০০১৪৭	যোসেফ টুনু গমেজ	আগষ্টিন গমেজ	জীবিত	ইকরাশী	পালামগঞ্জ -১৩৩১	দোহার
১৫	০১২৬০০০২৯৯৫	ভিনসেন্ট ইউজিন গমেজ	ফিলিপ গমেজ	জীবিত	ইমামনগর	দোহার	
১৬	০১২৬০০০৫৫২৬	মিঃ জর্জ গমেজ	মৃত আন্থনী কালেছ গমেজ	জীবিত	ইকরাশী	পালামগঞ্জ	দোহার

ঢাকা বিভাগ - ঢাকা জেলা মিরপুর থানা

১৭	০১২৬০০০২৭৭৫	আলেক জান্ডার রড্রিক	জন রড্রিক	জীবিত	বাসা-১/এ, রোড-১ ব্লক-বি, মিরপুর-২	মিরপুর	মিরপুর

ঢাকা বিভাগ - ঢাকা জেলা সাভার থানা

১৮	০১২৬০০০০২৪৬	দিলীপ মার্টিন গমেজ	যোসেফ গমেজ	জীবিত	হোল্ডিং নং- ৬৫	সাভার-১৩৪০	সাভার
১৯	০১২৬০০০০৩৩৯	সিলভেষ্টার গমেজ	ফটিক গমেজ	জীবিত	ধরেন্ডা	সাভার-১৩৪০	সাভার
২০	০১২৬০০০১৯৩১	ডেভিড গমেজ	পেদ্রু গমেজ	জীবিত	ধরেন্ডা	সাভার-১৩৪০	সাভার

ঢাকা বিভাগ - ঢাকা জেলা সাভার থানা

২১	০১২৬০০০২২২৫	গ্রেগরী প্রভাত ক্রুশ	নিকোলাস ক্রুশ	জীবিত	ধরেন্ডা	সাভার	সাভার
২২	০১২৬০০০২২৯১	সোলেমান পালমা	গেদু পালমা	জীবিত	৪৭/৩ রাজাশন	সাভার	ঢাকা
২৩	০১২৬০০০৫৩৬৪	সিমসন গমেজ	দানিয়েল গমেজ	জীবিত	রাজাসন	রাজাসন	সাভার

ঢাকা বিভাগ - ঢাকা জেলা তেজগাঁও থানা

২৪	০১২৬০০০৪৪৪৩	নির্মল রোজারিও	ভিনসেন্ট রোজারিও	জীবিত	বাসা/হোল্ডিং: ৪৯নং	১২১৫	তেজগাঁও

ঢাকা বিভাগ - ঢাকা জেলা উত্তরা পশ্চিম থানা

২৫	০১২৬০০০৩৭৪৪	বিজয় ম্যানুয়েল ডি প্যারিস	মিঃ গেব্রিয়েল ডি প্যারিস	জীবিত	বাসা/হোল্ডিং: ২/এ, গ্রাম/রাস্তা: ৯৯৯, ওয়ার...	১২৩০	উত্তরা পশ্চিম
২৬	০১২৬০০০৩৭৫০	অনিল পলিকার্প ছেড়াও	নিকোলাস ভিনসেন্ট ছেড়াও	জীবিত	গ্রাম/রাস্তা: ৯৯৯ ওয়ার্ড নং ৪৬...	১২৩০	উত্তরা পশ্চিম
২৭	০১২৬০০০৪৭১১	সুকুমার পালমা	লুকাশ পালমা	জীবিত	গ্রাম/রাস্তা: ৯৯৯,	উত্তর খান	উত্তরা পশ্চি

ঢাকা বিভাগ - গাজীপুর জেলা গাজীপুর সদর থানা

মাষ্টার ক্রম:	মুক্তিযোদ্ধার নম্বর	নাম	পিতার নাম	জীবিত কি.না?	গ্রাম/মহল্লা	ডাকঘর	উপজেলা
২৮	০১৩৩০০০০৩২১৯	সুশান্ত কস্তা	ফ্রান্সিস কস্তা	জীবিত	৫৯,গ্রাম/রাস্তা: ৯৯৯, ওয়ার্ড	পূবাইল-১৭২১	গাজীপুর
২৯	০১৩৩০০০০৩২২৪	ছেন্টু লরেন্স পালমা	নিকোলাছ পালমা	জীবিত	হারবাইদ (নন্দিবাড়ী) ওয়ার্ড নং-৪২	হারবাইদ-১৭১০	গাজীপুর সদর
৩০	০১৩৩০০০০৩৭১১	মৃত সুভাষ পিউরিফিকেশন	মৃত হিরা পিউরিফিকেশন	মৃত	বাসা/হোল্ডিং: হীরা মাতব্বরের বাড়ী,	মন্নু নগর-১৭১০	গাজীপুর সদর
৩১	০১৩৩০০০০৩৭৯৫	হেনেছি যোসেফ কস্তা	যাকোব কস্তা	জীবিত	বাসা/হোল্ডিং: ০১০২-০০ গ্রাম/রাস্তা: ৯৯৯...	মুন্নু নগর-১৭১০	গাজীপুর সদর
৩২	০১৩৩০০০০৩৭৯৯	রাফায়েল পিউরীফিকেশন	মাইকেল পিউরীফিকেশন	জীবিত	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	মন্নু নগর-১৭১০	গাজীপুর সদর
৩৩	০১৩৩০০০০৬১৮০	প্রনীল রোজারিও	আগাস্টিন রোজারিও	মৃত	হারবাইদ	হারবাইদ-১৭১০	গাজীপুর সদর

ঢাকা বিভাগ - গাজীপুর জেলা কালীগঞ্জ থানা

৩৪	০১৩৩০০০২৫৭৭	মঞ্জু ডেবিড রোজারিও	বেনেডিক্ট রোজারিও	জীবিত	বাঙ্গাল হাওলা	দুর্বাটি মাদ্রাসা	কালীগঞ্জ
৩৫	০১৩৩০০০২৮৯৮	পল ডি কস্তা	পিটার ডি কস্তা	জীবিত	পূর্ব ভাদার্ত্তী	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৩৬	০১৩৩০০০৩৩৭৯	অমল কস্তা	কান্দু কস্তা	জীবিত	ফরিয়াখোলা	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৩৭	০১৩৩০০০৩৪৪৪	বার্নাড রিবেরু	সিমন রিবেরু	জীবিত	সাতানীপাড়া	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ

ঢাকা বিভাগ - গাজীপুর জেলা - কালীগঞ্জ থানা

৩৮	০১৩৩০০০৩৪৫০	বিধান কমল রোজারিও	শুলু রোজারিও	জীবিত	দড়িপাড়া	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৩৯	০১৩৩০০০৩৬০২	রবি গমেজ	ফিলিপ গমেজ	জীবিত	লুদুরীয়া	নাগরী	কালীগঞ্জ
৪০	০১৩৩০০০৩৬০৮	বার্নাড রোজারিও	পেদ্রু রোজারিও	জীবিত	টেকপাড়া	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৪১	০১৩৩০০০৩৬৩৯	এডুওয়ার্ড রোজারিও	জন রোজারিও	জীবিত	নাগরী	নাগরী	কালীগঞ্জ
৪২	০১৩৩০০০৩৬৪৪	সন্তোষ রড্রিকস্	যোসেফ রড্রিকস	জীবিত	পানজোড়া	নাগরী	কালীগঞ্জ
৪৩	০১৩৩০০০৩৬৮০	আব্রাহাম আরুন ডি' কস্তা	জন কস্তা	জীবিত	পিপ্রাসৈর	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৪৪	০১৩৩০০০৩৭৩২	অনিল টমাস পালমা	জর্জ যোসেফ পালমা	জীবিত	দক্ষিণ চুয়ারিয়াখোলা	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৪৫	০১৩৩০০০৩৭৩৪	বিজয় ভিনসেন্ট রিবেরু	জারমন রিবেরু	জীবিত	চড়াখোলা	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৪৬	০১৩৩০০০৩৮১৫	সুকুমার ডি কস্তা	নিকোলাস ডি কস্তা	জীবিত	রাঙ্গামাটিয়া	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ
৪৭	০১৩৩০০০৩৮৩২	বার্নাড রেগো	বিচু রেগো	মৃত	দক্ষিণ ভাদার্ত্তী	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৪৮	০১৩৩০০০৩৮৫৪	রবিন আলফন্স গোমেজ	বাঁশি গোমেজ	জীবিত	উত্তর রাজনগর	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ
৪৯	০১৩৩০০০৩৮৬২	রিচার্ড গমেজ	নিকল গমেজ	জীবিত	পিপ্রাশৈর	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫০	০১৩৩০০০৩৮৬৫	ডানিয়েল ডি কস্তা	ফ্লোরি ডমিনিক ডি কস্তা	জীবিত	দক্ষিণ রাজনগর	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ
৫১	০১৩৩০০০৩৮৭৪	সমর লুইস ডি কস্তা	জোয়া ডি কস্তা	মৃত	তুমিলিয়ার চক	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫২	০১৩৩০০০৩৮৭৯	বনিফেস সুব্রত গমেজ	জন গমেজ	জীবিত	হাড়িখোলা	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫৩	০১৩৩০০০৩৮৯০	এলেক্স ডি কস্তা	কানু ডি কস্তা	জীবিত	দক্ষিণ ভাদার্ত্তী	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫৪	০১৩৩০০০৩৮৯২	মন্টু উইলফ্রেইড কস্তা	খাকুরী রাফায়েল কস্তা	জীবিত	রাঙ্গামাটিয়া	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ
৫৫	০১৩৩০০০৩৮৯৩	মিঃ ইগ্নেসিউস গমেজ	বীর নিকোলাস গমেজ	জীবিত	বাঙ্গালহাওলা	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫৬	০১৩৩০০০৩৮৯৬	কমল জেভিয়ার কস্তা	রাফায়েল কস্তা	জীবিত	দক্ষিণ ভাদার্ত্তী	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫৭	০১৩৩০০০৪০০২	আদম গ্রেগরী	মৃত পিটার গ্রেগরী	জীবিত	চুয়ারীয়াখোলা	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫৮	০১৩৩০০০৪০০৯	সমর গমেজ	মৃত সন্তশ ফিলিপ গমেজ	মৃত	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৫৯	০১৩৩০০০৪০১১	মিলন নাসার্ড রোজারিও	সিমন রোজারিও	মৃত	সাতানীপাড়া	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ
৬০	০১৩৩০০০৪০১৭	রাফায়েল রিবেরু	মৃত পিটার রিবেরু	মৃত	বড় সাতানীপাড়া	রাঙ্গামাটিয়া	কালীগঞ্জ
৬১	০১৩৩০০০৪০১৯	জন বরুন ডি কস্তা	মাইকেল ডি কস্তা	জীবিত	দক্ষিণ ভাদার্ত্তী	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
৬২	০১৩৩০০০৪০৭৫	সুনীল ডি. ক্রুজ	মৃত দিনা ডি ক্রুজ	মৃত	ভূরুলীয়া	নাগরী	কালীগঞ্জ